মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

‘মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উচ্চতর বিশেষায়িত জ্ঞানের আলোকে পদায়নের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ’

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা রাষ্ট্রের সেবার মানোন্নয়নের অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নতুন পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছে। কৃষক, জেলে, খামারি, উদ্যোক্তা ও ভোক্তাসাধারণের জন্য নিরাপদ, টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবা নিশ্চিত করাই এ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। অংশীজনের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬" প্রণীত হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

শাহ আলম মুকুল
যুগ্মসচিব(আইন), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১:
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২:
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩:
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যার একটি বড় উপখাত হচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিনের যোগান নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর অভিলক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, পশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং রপ্তানিযোগ্য মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন।বর্তমানে, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, রোগব্যাধির বিস্তার, প্রযুক্তিগত দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক জটিলতা এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তাই এখন সময়োপযোগী। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সেবা সরবরাহে স্বচ্ছতা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, নীতিগত সমন্বয় এবং বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে খাতটিকে আধুনিকায়ন করা জরুরি।অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, এই খাত জিডিপির প্রায় ৫.৫% এবং কৃষিখাতের প্রায় ২৫% অবদান রাখছে। মৎস্য খাতে প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত। দুধ, মাংস, ডিম, মাছ প্রভৃতি প্রাণিজ আমিষের যোগান দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া মৎস্য ও চামড়া পণ্য রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস।এই প্রেক্ষাপটে, আধুনিক, টেকসই ও সমন্বিত সংস্কারই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি।

বর্তমান চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ চিত্র:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় অর্থনীতিতে এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়টির অন্যতম প্রধান সক্ষমতা হলো – এর বিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো ও দক্ষ জনবল, যারা মাঠ পর্যায় থেকে নীতিনির্ধারণ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছে। আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এর সক্ষমতাকে আরও জোরদার করেছে। জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায় সরাসরি সম্পৃক্ততা এই মন্ত্রণালয়ের কার্যকারিতার প্রমাণ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নও এই মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের একটি দিক। তবে এর পাশাপাশি কিছু দুর্বলতাও বিদ্যমান। প্রথমত, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটালাইজেশনে পিছিয়ে থাকা একটি বড় সীমাবদ্ধতা। অনেক ক্ষেত্রেই মাঠ পর্যায়ের তথ্য হালনাগাদ থাকে না, ফলে সঠিক নীতিনির্ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি করে। তৃতীয়ত, বাজেটের সীমাবদ্ধতা ও পর্যাপ্ত মানবসম্পদের ঘাটতি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া, তদবীর সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রভাব সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায়শ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাহ্যিক চিত্র :

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের শতকরা প্রায় ১১% জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ খাতের উপর নির্ভরশীল। যদিও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ছে, তবে বর্তমানে মন্ত্রণালয়টি বিভিন্ন বাহ্যিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নদী, খাল ও জলাশয়ের জলমান কমে যাচ্ছে, ফলে মৎস্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সীমান্তবর্তী নদীগুলোতে জলাধারের অধিকার ও মৎস্য সংরক্ষণে প্রতিবেশী দেশের সাথে সমন্বয়হীনতা দেখা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ আমদানি শর্তে কড়া মান নির্ধারণ করেছে, যা পূরণে এখনও বাংলাদেশ পিছিয়ে। পশুখাদ্যের উপর বিদেশি নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার চাপ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ খাতে রোগব্যাধি ও মহামারী (যেমন: এভিয়ান ফ্লু লাম্পি স্কিন ডিজিজ) মোকাবেলায় প্রযুক্তি ও গবেষণায় পিছিয়ে থাকায় উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা নির্ভর প্রকল্পমুখী কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে দুর্বল করে তুলছে। এসব বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, আঞ্চলিক সহযোগিতা, ও রপ্তানিমুখী মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

SWOT Tools Analysis :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের SWOT বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হলো, যা এ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ নির্ধারণে সহায়ক হবে:

মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতাসমূহ (Strenghts):

- প্রশিক্ষিত জনবল(মৎস্য ও লাইভস্টক ক্যাডার)
- একুয়াকালচার ও পোলট্রিতে উদ্যোক্তা প্রসার
- মৎস্য ও প্রাণিজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
- উভয়খাতের বিস্তৃত মাঠপর্যায়ের সম্প্রসারিত অফিসকাঠামো
- আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ (APHC, IOTC, FAO, WOAH, InfoFISH, BOPPIGO, NACA)

দুর্বলদিকসমূহ (Weakness):

- প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত বাজেট ও জনবল
- তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ও ব্যবহারে অনাগ্রহ
- কোল চেইন পরিবহন ও কোল্ড স্টোরেজের ঘাটতি
- গবেষণা- মাঠ প্রসারের মধ্যে দূরত্ব
- মৌলিক উপাত্তের স্বল্পতা

সম্ভাবনাসমূহ (Opportunities) :

- বিদেশে ফিশ প্রোডাক্ট রপ্তানি বৃদ্ধির অবারিত সুযোগ
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা ও প্রযুক্তি সহায়তা গ্রহণ
- পিপিপি ও প্রান্তিক জনগনের ব্যাপক অংশগ্রহণ
- নদীমাতৃক দেশ ও অন্যান্য জলবদ্ধ অঞ্চল ব্যবহারে সম্ভাবনা
- নারী উদ্যোক্তাদের সমূহ সম্পৃক্ততা

চ্যালেঞ্জসমূহ (Threats):

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব
- মৎস্য ও প্রাণিজ রোগের দ্রুত বিস্তার
- ঔষধ ও প্রাণি খাদ্য আমদানি নির্ভরতা
- খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মানহীন পশু খাদ্য সরবরাহ
- পচনশীল হওয়ায় বাজার ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম (বিদ্যমান চর্চা ও অনুশীলন পরিবর্তন):

১.১ স্বল্প মূল্যে পশু খামারীদের মানসম্পন্ন ভেটেরিনারী সেবা প্রদান।

প্রেক্ষাপট:

দেশের মাঠ পর্যায়ের খামারিরা সময়মতো মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি সেবা না পাওয়ায় প্রাণীর রোগব্যাধি, উৎপাদন হ্রাস এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি সেবা সীমিত এবং বেসরকারি সেবা ব্যয়বহুল হওয়ায় ছোট ও মাঝারি খামারিরা চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এ বাস্তবতায়, স্বল্প মূল্যে সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি সেবা প্রদান একটি জরুরি প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

খামারিদের আর্থিক সক্ষমতার মধ্যে থেকে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রাণিসম্পদ খাতকে টেকসই ও লাভজনক করা

প্রত্যাশিত ফলাফল:

স্বল্প মূল্যে পশু খামারীদের মানসম্পন্ন ভেটেরিনারী সেবা প্রদান করলে পশুসম্পদের রোগব্যাধি হ্রাস পাবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং খামারীদের আয় বাড়বে। ফলে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনীতি মজবুত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম:

সাভার উপজেলায় একটি মাইক্রোবাসের মাধ্যমে উপজেলা ভেটেরিনারী সার্জন মোবাইল ভেটেরেনারী ক্লিনিক কার্যক্রম পরিচালনা।

মূল দায়িত্ব:

অতিরিক্ত সচিব, প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সহযোগী দপ্তর/ সংস্থা:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্ষটিটিউট, সাভার।

পরিমাপ সূচক:

খামারীদের টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম (প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াগত উন্নয়ন)

২.১ সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার/ জাহাজের লাইসেন্সিং পদ্ধতি অটোমেশনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ

প্রেক্ষাপট:

সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজের লাইসেন্স ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইস্যু করার ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, এটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল হওয়ায় জেলেদের ভোগান্তি বাড়ে। দ্বিতীয়ত, অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়, যেমন ঘুষ ও প্রভাব খাটিয়ে লাইসেন্স গ্রহণ। তৃতীয়ত, তথ্য সংরক্ষণে স্বচ্ছতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে জাহাজের সঠিক সংখ্যা, মালিকানা ও কার্যক্রম ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি এবং মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় বাধা সৃষ্টি হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতির কারণে জবাবদিহিতা কমে যায় এবং সমুদ্র সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজের লাইসেন্স অটোমেশন প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুল করতে সাহায্য করবে। এটি কাগজপত্রের ঝামেলা কমিয়ে আবেদন ও অনুমোদনের সময় সংকোচন ঘটবে এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

বাংলাদেশের সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজের লাইসেন্স অটোমেশন কার্যক্রমের ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুততর ও স্বচ্ছ হবে, যার ফলে দুর্নীতি ও সময়ের অপচয় কমে যাবে। ডেটা সংরক্ষণ ও অনুসন্ধান সহজ হওয়ায় নীতি নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম উন্নত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম:

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় পাইলটিং করা হবে।

বাস্তবায়নকারী:

অতিরিক্ত সচিব, ব্লু ইকনোমি অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।

পরিমাপ সূচক:

মৎস্য ট্রলার মালিকদের নিকট হতে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সেবা রেটিং এবং সিস্টেম জেনারেটেড রিপোর্ট।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

২.২ অধিদপ্তরসমূহের ক্যাডার কর্মকর্তাদের বদলী পদায়ন সংস্কার

প্রেক্ষাপট:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় বিসিএস (প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য) ক্যাডারের কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত ও মাঠপর্যায়ের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ন্যায়নীতি ও দক্ষতা-ভিত্তিক বিবেচনার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক পক্ষপাত এবং অপ্রাসঙ্গিক সুপারিশের ভিত্তিতে বদলি-পদায়ন হচ্ছে। ফলে দক্ষ জনবল ব্যবস্থাপনা হচ্ছে না। অন্যদিকে, মাঠপর্যায়ে উপযুক্ত কর্মকর্তার সঠিক সময়ে পদায়ন না হওয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে এবং নাগরিক সেবার মান ব্যাহত হচ্ছে। অভিজ্ঞতা ও মেধার ভিত্তিতে বদলি না হওয়ায় পেশাগত উৎকর্ষতায়ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তদুপরি, অনেক কর্মকর্তা বছরের পর বছর একই স্থানে কর্মরত থাকায় প্রশাসনিক জবাবদিহিতা দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সুশাসনের চেতনা ব্যাহত হচ্ছে।এই প্রেক্ষাপটে, বদলি ও পদায়ন ব্যবস্থায় ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা, স্বচ্ছ মেধা ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন, এবং নির্ধারিত মেয়াদে রোটেশন সিস্টেম চালু করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ক্যাডার কর্মকর্তাদের বদলী ও পদায়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সঠিক স্থানে সঠিক ব্যক্তিকে নিয়োগের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ক্যাডার কর্মকর্তাদের বদলী ও পদায়ন প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনলে দক্ষতা ভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত হবে। এতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সেবার মান উন্নত হবে এবং কর্মপরিবেশ আরও গতিশীল ও সমন্বিত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম:

৫ম গ্রেডের সকল কর্মকর্তাদের বদলী পদায়ন নির্ধারিত মানদন্ডের আলোকে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

বাস্তবায়নকারী:

সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট ডিজিবৃন্দ।

পরিমাপক সূচক:

বদলীর আদেশ সমূহের ডাটাবেইজ।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

২.৩ মন্ত্রণালয়ের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ

প্রেক্ষাপট:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আইন অনুবিভাগ বিভিন্ন, মামলা-মোকদ্দমায় আইনগত সুরক্ষা প্রদান করে এবং মামলা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। উচ্চ আদালতের রায়/আদেশের আলোকে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং সরকারি আইন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের লক্ষ্যে বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জটিল ও দীর্ঘসূত্রতাপূর্ণ মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দক্ষ বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে মামলা পরিচালনায় পেশাগত দক্ষতা নিশ্চিত হবে এবং মন্ত্রণালয়ের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে, পাশাপাশি সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ও সম্ভব হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা হলে মামলার জট কমবে, বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এবং সরকারিভাবে রাজস্ব ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

পাইলটিং কার্যক্রম:

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলা দিয়ে শুরু করা হবে।

বাস্তবায়নকারী:

অতিরিক্ত সচিব, আইন অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সহযোগী দপ্তর/ দপ্তর:

সলিসিটর উইং, আইন মন্ত্রণালয়।

পরিমাপক সূচক:

মামলা নিষ্পত্তির শতকরা হার।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

২.৪ দপ্তর/ সংস্থার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে চাহিদাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন কৌশল অবহিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনেকাংশে রুটিনভিত্তিক, যা মাঠপর্যায়ের বাস্তব চাহিদা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় পর্যাপ্ত নয়। এজন্য অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রক্রিয়া চালু করা দরকার, যেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের মতামত প্রতিফলিত হবে। এছাড়া, কর্মসম্পাদনভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থা (Performance-Based Budgeting) চালু করে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বাজেট ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হলে বরাদ্দের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং অনিয়ম রোধ করা যাবে। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যবস্থাও উন্নত করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহে বাজেট সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপন এবং উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

বাজেট সংস্কারের ফলে দপ্তর/ সংস্থাসমূহে অর্থের সুষম বণ্টন, প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি উৎপাদন ও সেবার মান উন্নয়ন, গবেষণা ত্বরান্বিত এবং জনগণের উপকারে বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের বাজেট

মূল বাস্তবায়নকারী:

উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, ঢাকা।

সহযোগী দপ্তর/ দপ্তর:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (সাংগঠনিক কাঠামোর রূপান্তর)

৩.১ সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থারসমূহের মধ্যে শক্তশালী আন্ত:সংযোগ স্থাপন:

প্রেক্ষাপট:

সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে শক্তিশালী আন্তঃসংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরী। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এই খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তর যেমন মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএলআরসিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং তথ্য ও সম্পদের আদান-প্রদানের প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, অভিন্ন তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা, যৌথ গবেষণা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ দাপ্তরিক ও প্রযুক্তিগত সংযোগ জোরদার করা হলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিতভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে শক্তিশালী আন্তঃসংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান, সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নীতি নির্ধারণে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন সম্ভব হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কার্যকর, টেকসই এবং জনগণের চাহিদানির্ভর আমিষ সেক্টর গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল: :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে শক্তিশালী আন্তঃসংযোগ স্থাপন হলে নীতি বাস্তবায়ন হবে সমন্বিত, সম্পদ ব্যবহার হবে দক্ষ, এবং সেবা পৌঁছাবে দ্রুত। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ নিয়ন্ত্রণ, বাজার সম্প্রসারণ ও খামারীদের আয় বাড়ার মতো ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হবে।

বাস্তবায়নকারী:

সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সহযোগী দপ্তর/ দপ্তর:

আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধানগণ।

পরিমাপ সূচক:

মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

৪. পলিসি রিফর্ম (নীতিমালা ও আইন সংশোধন/প্রণয়ন)

৪.১ মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

প্রেক্ষাপট:

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইন, নীতি ও বিধিমালাসমূহ অনেক পুরানো। ফলে দেশের আমিষ চাহিদা পূরণে নানামূখী চ্যালেন্জের মুখে পড়ছে। এ সেক্টরের অনেক আইন এখনও ব্রিটিশ আমলের বা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের, যা আধুনিক প্রযুক্তি, দেশের এবং আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের বা এসডিজি সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জলবায়ু পরিবর্তন, রোগব্যাধির বিস্তার, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও রপ্তানিযোগ্য প্রাণিজ পণ্যের মানোন্নয়নের জন্য আইনগত সংস্কার অপরিহার্য। একইসঙ্গে খাতভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ এবং খামারিদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান নীতিমালার হালনাগাদ প্রয়োজন। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ একটি পুরনো আইন, যা উপনিবেশিক শাসনামলে প্রণীত। গত সাত দশকে বাংলাদেশের পরিবেশ, জলাশয় ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও জেলেদের জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই আইন এখনও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, যুগোপযোগী নয় এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অক্ষম। যেমন, অধিক মাছ আহরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, নদী-খাল ভরাট, জলজ জীববৈচিত্র্যের হুমকি এবং আধুনিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থার আইনগত সুরক্ষা এই আইনে প্রতিফলিত হয়নি। এছাড়া, দণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ খুবই নগণ্য, যা অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করতে যথেষ্ট নয়।

উদ্দেশ্য:

আন্তর্জাতিকপরিমন্ডলের মৎস্যনীতি ও পরিবেশগত চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে এবং টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর নীতিগত কাঠামো গড়ে তুলতে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ সালের আইনটি যুগোপযোগীভাবে সংশোধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০-এর সংশোধন করা হলে আধুনিক ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাবে। নিষিদ্ধ মৌসুমে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ জাল ব্যবহার রোধ, ও পরিবেশবান্ধব চাষ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আইন কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এতে মাছের প্রজনন ও উৎপাদন বাড়বে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পাবে, ও জেলেদের জীবিকা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, জরিমানা কাঠামোর হালনাগাদ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান আরও বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নকারী:

অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সহযোগী দপ্তর/ সংস্থা:

মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্ষটিটিউট, ময়মনসিংহ।

পরিমাপ সূচক:

সংশোধিত আইন/ অধ্যাদেশের গেজেটেট কপি।

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

২০২৫-২৬ সালে বাস্তবায়নযোগ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনান্য সংস্কার উদ্যোগ

০১ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য রিয়েল-টাইম মনিটরিং ড্যাশবোর্ড

০২ মৎস্যজীবী ও খামারিদের জন্য ই-লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালুকরণ

০৩ IoT ও AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে স্মার্ট খামার চালু

০৪ নতুন জাত, উন্নত খাদ্য ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

০৫ প্রাণিসম্পদ ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং রিফর্ম করা।

পাইলট উদ্যোগ:
মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উচ্চতর বিশেষায়িত জ্ঞানের আলোকে পদায়নের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ

সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশের মৎস্য খাত জাতীয় অর্থনীতি, খাদ্যনিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষায়িত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত সেবা ও উন্নয়ন অর্জিত হচ্ছে না। দক্ষতা-ভিত্তিক পদায়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা জরুরি। বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিম্নরুপ:

সমস্যার কারণ (Causes of the Problem):

1. বিশেষায়িত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার না হওয়া – মৎস্য অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্পেশাল এরিয়া/ বিদেশী মাষ্টার্স ডিগ্রী/ পিএইচডি/ প্রশিক্ষণভিত্তিক দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত দায়িত্বে নিয়োজিত নন।
2. রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী হস্তক্ষেপ – পদায়নে পেশাগত যোগ্যতার চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা প্রভাব গুরুত্ব পায়।
3. জবাবদিহিতার ঘাটতি – মাঠ পর্যায়ে কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি দুর্বল।
4. মানবসম্পদ পরিকল্পনার অভাব – দীর্ঘমেয়াদি জনবল পরিকল্পনা ও ক্যাডারদের দক্ষতা মানচিত্র (Skill Mapping) তৈরি করা হয়নি।
5. প্রশিক্ষণ ও আপডেটেড টেকনিক্যাল জ্ঞানের ঘাটতি – আধুনিক প্রযুক্তি, মৎস্য রোগব্যবস্থাপনা, চাষ প্রযুক্তি, ও রপ্তানি মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পর্যাপ্ত রিফ্রেশার কোর্স নেই।
6. দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা – কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক ও উপজেলা পর্যায়ের মধ্যে তথ্যপ্রবাহ ধীর ও অসম্পূর্ণ।
7. মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সহায়তার অভাব – যানবাহন, যন্ত্রপাতি, ল্যাব সুবিধা ইত্যাদি সীমিত।
8. দক্ষতা-ভিত্তিক পদায়ন নীতি প্রণয়ন – কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

1. দক্ষতা-ভিত্তিক পদায়ন নীতি প্রণয়ন – কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, লব্ধ উচ্চ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের জন্য ৫ম গ্রেড ও ৬ষ্ঠ গ্রেড কর্মকর্তাগণের পদায়নে লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা।
2. মেধাভিত্তিক ও স্বচ্ছ পদায়ন প্রক্রিয়া – রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, একাডেমিক মানদণ্ডভিত্তিক পদায়ন ব্যবস্থা চালু।
3. পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেইজাল সিস্টেম শক্তিশালী করা – মাঠ পর্যায়ের সেবা ফলাফল, উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতা অনুযায়ী মূল্যায়ন।
4. দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ পরিকল্পনা – ক্যাডার কর্মকর্তাদের দক্ষতা প্রোফাইল তৈরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী মাঠে নিয়োগ।
5. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হালনাগাদ – আধুনিক মৎস্য চাষ, GIS, ডিজিটাল ডেটা ম্যানেজমেন্ট, রোগ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
6. দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার – ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালু করে মাঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দ্রুত রিপোর্টিং।
7. মাঠ পর্যায়ের অবকাঠামো ও সরঞ্জাম উন্নয়ন – পর্যাপ্ত ল্যাব, পরিবহন, আন্ত:যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ফিল্ড ইকুইপমেন্ট সরবরাহ।

ফলাফল

- দক্ষতা-ভিত্তিক পদায়ন নীতি ও আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- কর্মকর্তাদের বিশেষায়িত জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার।
- মাঠ পর্যায়ের সেবা মান বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন।
- মৎস্য খাতে টেকসই উন্নয়ন এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।
- দক্ষতা-ভিত্তিক পদায়ন নীতি ও আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- জাতীয় অর্থনীতির জন্যও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:
মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উচ্চতর বিশেষায়িত জ্ঞানের আলোকে পদায়নের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ।

(খ) উদ্যোগটি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

(গ) উদ্যোগটির পাইলটিং এলেকা/অফিস :
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ময়মনসিংহ ও তার আওতাধীন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ।

(গ) উদ্যোগটির পাইলটিং এলেকা/অফিস :
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ময়মনসিংহ ও তার আওতাধীন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ।

পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী ?
- ঢাকার কাছে বিধায় কার্যকারিতা যাচাই ও ভুল সংশোধনের সহজ সুযোগ
- বাস্তব চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ ও প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ
- ময়মসসিংহ মৎস্য নিবিড় এলেকা হিসেবে পরিচিত
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের অবস্থান

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?
সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?
সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫
- ২০ জন ব্যক্তির তাদের ক্যারিয়ার গঠন করার সুযোগ পাবে, মেধার যথাযথ মূলায়ন হবে এবং মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জেলার প্রায় ৫০ হাজার খামারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।
- প্রশিক্ষন ব্যতিত পদায়নে কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না।

স্টেকহোল্ডার এনালিসিস:

পাইলট বাস্তবায়নে কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে তার বর্ণনা:

স্টেকহোল্ডার	ভুমিকা	আগ্রহ (Interest)	প্রভাব (Impact)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	নির্দেশনা প্রদান , প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন	উচ্চ	উচ্চ
মৎস্য অধিদপ্তর	পরামর্শ প্রদান , প্রশিক্ষণ প্রদান	উচ্চ	উচ্চ
কর্মকর্তাবৃন্দ	দক্ষতার প্রতিফলন প্রদর্শন	উচ্চ	মাঝারি
মৎস্য প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানসমূহ	প্রশিক্ষণ প্রদান	মাঝারি	মাঝারি
মৎস্য খামারী	পদায়ন ও প্রশিক্ষণের পরোক্ষ সুবিধাভোগী	উচ্চ	মাঝারি

নিয়ামক (Factor)	সমস্যা	সমাধান (BUY- IN)
রাজনৈতিক	রাজনৈতিক সদিচ্ছা	রাজনৈতিক তদবীর বন্ধ করা
অর্থনৈতিক	দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষন খাতে বাজেট প্রয়োজন	মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষন প্রদান যা উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে (TIKA, JICA)
সামাজিক	নাগরিক আস্থার ঘাটতি, সেবা জটিলতা ও নেগেটিভ মনোভাব	স্বচ্ছতা ও নাগরিক প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি চালু করা মোটিভেশান
প্রযুক্তিগত	ডিজিটাল দক্ষতা ও অবকাঠামোর ঘাটতি	প্রশিক্ষণ , আধুনিক আইসিটি অবকাঠামো ও সাইবার নিরাপত্তা উন্নয়ন
আইনি	পদায়ন নীতিমালার অনুপস্থিতি	নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ
পরিবেশগত	টেকসই পরিশের নেই	সবুজ অফিস

রিসোর্স মোবালাইজেসান:

- MoFL - বাজেট বরাদ্দকরণ, দক্ষতা ও মেধারভিত্তিতে প্রদায়ন শুরু করা, ডাটাবেইজ তৈরি, সেবাগ্রহিতার চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা
- DoF – কর্মকর্তাদের দক্ষতাভিত্তিক জব ম্যাপিং (Job Mapping) করা।
- নীতিমালা- চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে খসড়া পদায়ন নীতিমালা প্রস্তুত করা
- মোটিভেশন – খসড়া নীতামালা নিয়ে অংশীজনদের মত বিনিময় ও ওয়ার্কশপ করা
- Training Module এ Ethics, Morality, Skills নিয়ে আলাদা সেশন থাকা আবশ্যক
- Logistics – প্রশিক্ষন উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করা

কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan):

ধাপ	কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত	সমন্বয়ের বিষয়
১.	পরামর্শ সভা (স্টকহোল্ডার, MOFL, DoF)	২ সপ্তাহ	MOFL, DoF	
২.	পদায়নের জন্য কমিটি গঠন (MoFL, DoF)	২ সপ্তাহ	MoFL, DOF	
৩.	প্রশিক্ষন বাজেট বরাদ্দকরণ	১ সপ্তাহ	MoFL, DoF	
৬.	পদায়নের জন্য কর্মকর্তা সিলেকশন	১ সপ্তাহ	MOFL, DoF	
৭.	কমিটির মাধ্যমে পদায়ন	১ সপ্তাহ	MOFL, DoF	
৮.	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত	১ সপ্তাহ	MOFL, DoF	
৯.	মূল্যায়ন	নিরবিচ্ছিন্ন	MOFl, DoF	

সাসটেইনেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি (Sustainability Strategy):

- MoFL পক্ষ থেকে পদায়নের বিষয়ে একটি অফিসিয়াল নির্দেশনা জারি করা, যেখানে নতুন পদায়নে মেধা, দক্ষতা, উচ্চশিক্ষার আলোকে পদায়নের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হবে,
- বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে পদায়ন নীতিমালা পরিবর্তন আনা হবে।
- মাঠেরসেবা প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক সংস্করণ (e-Diary) চালু করা
- উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ত করে অতিরিক্ত রিসোর্স সংস্থান করা যেতে পারে।
- মনিটরিং ও ইভালুয়েশন (M&E) ব্যবস্থা চালু
- শেখা ও পরিবর্তনের গুণগত ও পরিমাণগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।
- অভিষ্ট গ্রুপের মাঝে জনপ্রিয় করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে "Reflective Practice" ও "Ethical Leadership" এর চর্চা চালু করা যেতে পারে
- উদাহরণ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে ভালো লার্নিং ডায়েরি ও নৈতিকতা প্রদর্শনের জন্য Recognition বা Award System চালু করা যেতে পারে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

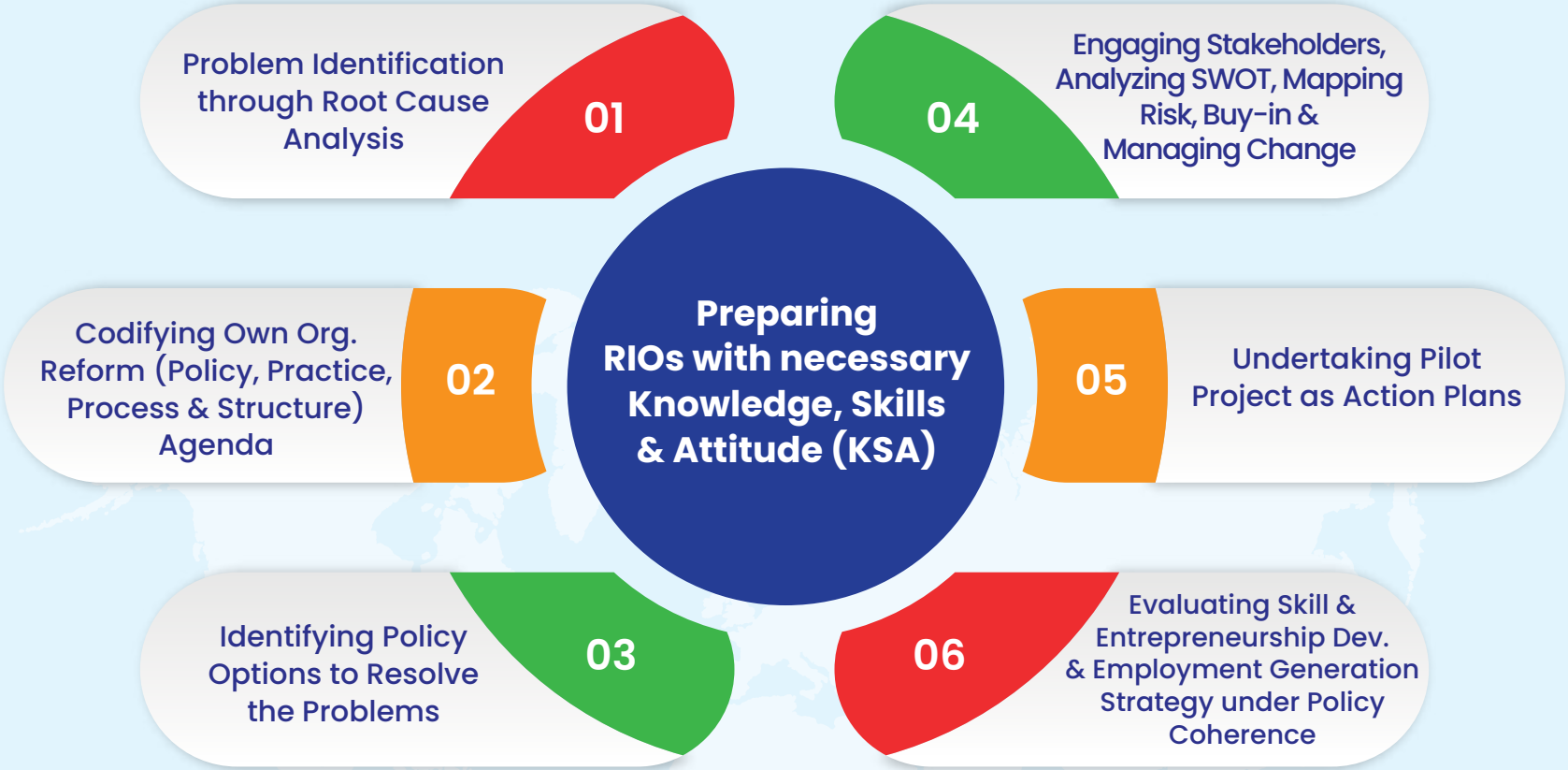

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়